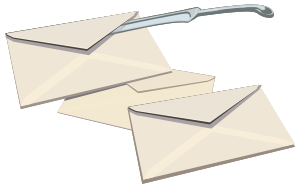

সিইসি'র নাটক

শুরুতে তিনি সঙ খেলা দেখিয়েছেন। আর এবার অভিনয়। বারবার অসুস্থতার অভিনয় তিনি ভালোই করছেন। 'হাসপাতালে ভর্তি হয়ে বাসায় ঘুমানো এবং সকালে হাসপাতালে যাওয়া'র বিষয়টি তাকে অভিনয় দক্ষতার স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু এই অসুস্থতার (?) অভিনয় কেন? কেন মনে এতো ভয়? আমাদের কি এতো বোকা মনে হয়? সিইসি উত্তর দেবেন কি?

নাজমা, উত্তরা, ঢাকা

যে কারণে পদক পাই

আমরা প্রবাসীরা ডাক বিভাগের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছি। আমাদের পাঠানো প্রতিটি পার্সেলে ৪০০ থেকে ৩০০০ টাকা ঢাকা জিপিওতে দিতে হয় এবং এই টাকা কোনো রসিদ বা রিসিট ছাড়াই লেনদেন করা হয়। ঢাকা জিপিও এবং ঢাকা সদর ডাকঘর থেকে তারা বলে, তাদের নির্ধারিত টাকা না দেয়া হলে পার্সেল ফেরত পাঠানো হবে। ফলে উপায়ান্তর না পেয়ে আমাদের ঐ টাকা দিতে হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষ আমাদের এই দুর্নীতি থেকে রক্ষা করবেন কি?

Sheikh k Basher
Sheikh Awlad,S.K. akidaira-336,Sano Shi, Toehigi ken, Japan

অথর্ব চক্র...

আমাদের দেশে 'বাংলাদেশ টেলিফোন রেগুলেটরি কমিশন' সংক্ষেপ বিটিআরসি নামে একটি অথর্ব প্রতিষ্ঠান আছে, যারা কখনও তার দায়িত্ব পালন করে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে পারেনি। অবশ্য এর পেছনে কারণও আছে। প্রথম চেয়ারম্যান যিনি ছিলেন তিনি নিজের বয়স গোপন করে বেশিদিন সরকারি চাকরি করে জনগণের সম্পদ নষ্ট করেছেন। ফলে তাদের কাজের নমুনা আমরা দেখছি। সম্প্রতি কয়েকটি মোবাইল কোম্পানি মধ্যরাতে বিশেষ ব্যবসায় 'ফ্রি' ফোনের সুযোগ দেয়। এতে মনে হয় বিটিআরসির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। এর বিরুদ্ধে ত্বরিত ব্যবস্থা নিয়ে কোম্পানিগুলোকে 'ফ্রি' ফোন বন্ধ করতে বলেছে। এতে কি ভোক্তার কোনো লাভ হলো?

বিটিআরসির দায়িত্ব দেশের মানুষের স্বার্থ দেখা। দীর্ঘদিন যাবৎ ফোন কোম্পানিগুলো উচ্চহারে কলরেট আদায় করলেও তা কমানোর কোনো ব্যবস্থা বিটিআরসি নেয়নি। তারা করলেন কী? জনগণ প্রতিযোগিতার কারণে বিনামূল্যে সেবা পাচ্ছিল, সেটি বন্ধ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। এবং এজন্য যেসব কারণ উল্লেখ করেছেন তাতে মনে হয় বিটিআরসিতে কোনো সুস্থ লোক নেই। এসব অথর্বদের আমরা আর কতদিন মাথায় তুলে রাখব?

আখতারুল আলম বাবুল
লোহাগড়া, নড়াইল

আড়ালে থেকে অত্যাচার

লিখছি বিপদে পড়ে। কিংবা বলা যায় শিখেছি ধাক্কা খেয়ে। রাত ১২টার পর ফ্রি কল। ব্যাপারটি কারো কাছে সুখকর আবার কারো কাছে বিব্রতকর। এত বেশি রকম বিব্রতকর যে, বন্ধুত্ব রক্ষার স্বার্থে উদার মনের পরিচয় দিতে গিয়ে বেশ ভালোরকম বাজে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। শুধু 'ফ্রি কল' বলেই নয়। যেকোনো সময় এসব কুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা এক ধরনের মানসিক অত্যাচার। মানসিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আমি (অন্যদের কী অবস্থা জানি না)। এমন কিছু মানুষ আছে যারা এসব বলে শান্তি পায়। বুঝি না এরকম শান্তির মাঝে প্রশান্তি আছে কি না।

ফারাহ নাজ মুন
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

আলোর জন্য মৃত্যু

দেশে সাধারণ মানুষের নাগরিক অধিকার চাওয়ার দাবি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী মাস্তানরা গ্রেপ্তার বা নির্যাতন নয়, সাধারণ মানুষ হত্যা করে পার পেয়ে যাচ্ছে। আসলেই বিচিত্র দেশ বাংলাদেশ। চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাটে বিদ্যুতের দাবিতে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের নির্মম গুলিতে ৭ জন নিহত হয়। চারদলীয় জোট সরকার আনন্দিত আর বিরোধী দল নির্বিকার। ১৪ দল স্থানীয়ভাবে হরতাল পালন করলেও দেশব্যাপী প্রতিবাদ করেনি। মানুষ হত্যার ক্ষেত্রে সরকারের হাত ক্রমেই বড় হচ্ছে। অপরদিকে হত্যার বিচারের পথ ক্রমেই রুদ্ধ হচ্ছে। যে কারণে অনেকেই আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। স্বাধীনতার ৩৪ বছর পরে এসে এ দেশে বিদ্যুতের দাবিতে সাধারণ মানুষ মারা যাবে, এটা ভাবাই যায় না। অর্থ দিয়ে বিদ্যুৎ পাবে না বিদ্যুতের দাবি করার জন্য মানুষ হত্যা করা হবে... এ কোন সভ্য সমাজে আমরা বাস করছি! খুনি সে যেই হোক, আইনগতভাবে এদের বিচার হওয়া উচিত। অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ হয়ে যায় না। সরকারের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। তার পরেও কি সরকার পার পাবে...।

আলামিন
পূর্ব তেজতুরী বাজার, ঢাকা

নাগরিক নিরাপত্তা

প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ আমাদের এ প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। তার মধ্যে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত একটি অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন স্থান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সমস্ত স্থানে পরিবার-পরিজন নিয়ে বেড়াতে গিয়ে অনেকের জীবনে নেমে আসে নিকষ কালো অন্ধকার। স্থানীয় প্রভাবশালী সন্ত্রাসী চক্র কেড়ে নেয় জীবনের সব অমূল্য সম্পদ। অসহায় মানুষজন তাদের সর্বস্ব হারায় প্রিয় জন্মভূমিতেই। সেদিন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজনের লেখা পত্রিকায় পড়ে মনে হয়েছে মানুষের ন্যূনতম নিরাপত্তা যেন আজ কোথাও নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যক্তিটি লিখেছেন, প্রথম বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে এক দম্পতি কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে যান। সেখানেই গত ২১ নবেম্বর রাত নয়টার দিকে চার যুবক তাদের হোটেল কক্ষে জোর করে ঢুকে প্রথমে তাদের স্বামী-স্ত্রীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দশ হাজার টাকা দাবি করে। এক পর্যায়ে যুবকরা তাকে প্রচন্ড মারধর করে হাত-মুখ বেঁধে তার প্রিয় মানুষটির সঙ্গে পৈশাচিক আচরণ করে তাদের সঙ্গে থাকা সর্বস্ব কেড়ে নেয়। ঘটনার পর থেকে তার স্ত্রী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। এই কি তাহলে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের বাস্তবতা! পরিশেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করছি সর্বস্তরের মানুষ যাতে প্রিয়জন নিয়ে নিরাপদে সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে পারে তার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবেন। আর দেশ ও জনগণের স্বার্থে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

এটিএম সেলিম
জাংগালহাটা, সিলেট

উত্তরের খোঁজে

২৭ ডিসেম্বর বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় দেখতে পেলাম

বসবাস করাটাকেই দুর্ভাগ্য বলে মনে হচ্ছে। আমরা কোথায়, কোন সভ্য সমাজে বসবাস করছি?

মোঃ নূরে আলম খান
পাবুর, কাপাসিয়া, গাজীপুর

সিএনজিচালিত বাসের ভাড়া

রাজধানী বিভিন্ন রুটে সিএনজিচালিত বাসের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশীয় জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত জ্বালানি তেলের সাশ্রয় এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ দূষণ রোধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে নগরীর রাজপথে সিএনজিচালিত বাসের চলাচল শুরু হয়। আমদানি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এসব বাসের আমদানি শুল্ক ডিজেলচালিত বাসের তুলনায় কম রাখা হয়েছে, যাতে বাস আমদানি ব্যয় কম পড়ে। অন্যদিকে সিএনজিচালিত বাসের জ্বালানি হিসেবে দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করার ফলে জ্বালানি খরচ কম হয়। এসব কারণে রাজধানীতে সিএনজিচালিত বাসের সংখ্যা বেড়ে চলছে। প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রী এসব বাসে যাতায়াত করে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সিএনজিচালিত বাসের ভাড়া ডিজেলচালিত বাসের সমান অথবা ১-২টাকা কম। অথচ একই দূরত্ব অতিক্রম করতে সিএনজিচালিত বাসের জ্বালানি ব্যয় ডিজেলচালিত বাসের এক চতুর্থাংশ। সিএনজিচালিত বাসের ভাড়া নির্ধারণে অপেক্ষাকৃত কম জ্বালানি ব্যয় ও আমদানি শুল্ক রেয়াতের বিষয়টি মোটেই বিবেচনা করা হয়নি। সম্প্রতি সরকার কর্তৃক ডিজেলচালিত পাবলিক বাসের প্রতি কিলোমিটার ভাড়ার হার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ সিএনজিচালিত বাসের জন্য কোনো ভাড়ার হার নির্ধারণ করা হলো না। তাহলে কীসের ভিত্তিতে যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করা হচ্ছে? অপেক্ষাকৃত কম জ্বালানি খরচ হলেও সিএনজিচালিত বাসের ভাড়া ডিজেলচালিত বাসের সমান। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপও চোখে পড়ে না। যোগাযোগমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি সিএনজিচালিত বাসের চলাচল নিরুৎসাহিত করতে চান না। সিএনজিচালিত বাসের মালিকরা এ ক্ষেত্রে মন্ত্রীর শীতল মনোভাব বুঝতে পেরেই বোধ হয় ডিজেলের দাম বৃদ্ধির অজুহাতে কিছু কিছু রুটে অযৌক্তিকভাবে সিএনজিচলিত বাসের ভাড়া বৃদ্ধি করেছে। যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় আজও অব্যাহত আছে। বাস ভাড়া নিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে বচসা নিয়মিত ঘটনা, অথচ সরকার নির্বিকার। বাস মালিকরা সরকারের নীরবতার সুযোগে ইচ্ছামতো যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করছে। আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জনগণের স্বার্থে সিএনজিচালিত বাসের সুনির্দিষ্ট ভাড়া নির্ধারণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

সঞ্জয় কুমার সাহা
sanjoy ks@yahoo.com
ঢাকা

স্ন্যাপ শট

জীবনের স্বপ্নচিত্র

অশান্ত জগৎ সংসার ঘর, ছাদ/ জীবনের অন্যকিছু মানে/ প্রাপ্তির খাতা শূন্য/ তবুও আছে ভালবাসা/ এক চিলতে...
পশ্চিম পান্থপথ (পান্থপথ যেখানে মিরপুর রোডের সাথে মিশেছে) এর ফুটপাথ থেকে তোলা। ডাস্টবিন ঘেটে বেঁচে থাকা দুটি মানুষ!

আজাদ খান
মওলানা ভাসানী হল, জা.বি.

এ বিভাগে পাঠক-ই রিপোর্টার। পাঠিয়ে দিন চলতে ফিরতে ক্যামেরা বা মোবাইল ক্যামেরায় তোলা যেকোনো দুর্দান্ত ব্যতিক্রমী ছবি। ছবির সাথে ক্যাপশন, ঘটনার তারিখ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং আপনার পূর্ণ নাম ঠিকানা লিখুন। **ছবি পাঠাবেন যে ঠিকানায় :**

স্ন্যাপ শট : সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০। ই-মেইল: sshot@shaptahik2000.com

হায় স্বাধীনতা!

রাজনীতিবিদগণ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন জনগণের ভোটের আমানতের মাধ্যমে। কিন্তু তারা সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন না। রাজনীতির মাধ্যমে অনেকেই আজ বহু টাকার মালিক হয়েছেন। রাজনীতি তাদের কাছে ব্যবসা বৈ কিছুই নয়। অনেক চাকরিজীবী ঘুষ খেয়ে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহরে বড় বড় ইমারত গড়ে তুলেছেন। ঈদের সময় গরিব মানুষ যখন ছেলে-মেয়েদের অল্প মূল্যের একটি নতুন কাপড় ও কিনে দিতে পারেন না, তখন এরা লাখ টাকার লেহেঙ্গা কিনে নিজেদের খুশি করেন। ব্যবসায়ীদের কথা যত না বলা যায় ততই ভালো। স্বাধীনতার পরে যাদের একটি সাইকেল কেনার টাকা ছিল না, আজ তারা কয়েকটি গাড়ি চালায়। চোরাকারবারি করে, ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে, জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি করে, ভেজাল খাদ্য, ভেজাল ওষুধ বিক্রি করে জনগণের রক্ত শুষে এরা দেশটাকে অতলে ডুবিয়ে দিয়েছে। কিন্তু জনগণ এ অন্যায় আর কত দিন সহ্য করবে? পঞ্চমবারের মতো দেশ দুর্নীতিতে প্রথম হয়েছে। ৩০ লাখ শহীদের রক্ত এবং ৩ লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা তা কি শেষ হয়ে যাবে!

জাহাঙ্গীর চাকলাদার
লালবাগ, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

সাপ্তাহিক ২০০০ তেল-গ্যাস-কয়লা বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য **www.energybangladesh.com** নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করেছে। নাগরিক কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।